বাংলা ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ



বন্দী, জেগে আছো

সূচিপত্র

গহন অরণ্যে ১২১, চিনতে পারোনি ১২১, ছায়ার জন্য ১২২, দুটি অভিশাপ ১২৩, একদিন··· ১২৪, অনন্ত মুহূর্ত ১২৫, বাণী-বন্দনা ১২৬, চিঠি ১২৭, নীরার অসুখ ১২৭, মূক ব্যবহার ১২৮, আথেন্‌স থেকে কায়রো ১২৯, ডাকবাংলোতে ১৩০, কেউ কথা রাখেনি ১৩১, শব্দার্থ ১৩৩, নদীর ওপারে ১৩৩, মাটি ১৩৪, ছেলেটা ১৩৪, অরূপ রাজ্য ১৩৫, ভালোবাসা ১৩৬, জয়ী নই, পরাজিত নই ১৩৭, পাথর ১৩৮, বাড়ি ফেরা ১৩৮, নীরার হাসি ও অশ্রু ১৪০, ইচ্ছে ১৪১, জলের সামনে ১৪১, জীবন ও জীবনের মর্ম ১৪২, শব্দ ১৪৩, নিসর্গ ১৪৪, দ্বারভাঙা জেলার রমণী ১৪৪, উত্তরাধিকার ১৪৫, নীরার পাশে তিনটি ছায়া ১৪৬, বন্দী, জেগে আছো ? ১৪৬, সিক্কিতে এক উৎসবে ১৪৭, আত্মা ১৪৯, ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ১৪৯, শরীর অশরীরী ১৫০, আজ সকালবেলা ১৫২, ধান ১৫৩, কৃতঘ্ন শব্দের রাশি ১৫৩, সারা জীবন বেড়াতে এলে ১৫৪, আরও নিচে ১৫৫, তুমি ১৫৬, কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি ১৫৭, নিরাভরণ ১৫৮, প্রবাসের শেষে ১৫৮

গহন অরণ্যে

গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
শুকনো পাতার ভাঙা নিশ্বাসের মতো শব্দ
তলতা বাঁশের ছায়া, শালের বল্লরী,
সরু পথ
কালভার্টে, টিলার জঙ্গলে একা বসে থাকা কী রকম নিঝুম বিষণ্ণ
বড় হিংস্র দুঃখময়।
অসংখ্য আত্মার মতো লুকোনো পাখি ও প্রাণী, অপার্থিব নির্জনতা
ফুলের সুবর্ণরেখা গন্ধ, সামনে ঢেউ উৎরাই—
অসহিষ্ণু জুতোর ভিতরে বালি, শিরদাঁড়া ব্যথা পেতে দ্বিধা করে
কেননা বুকের মধ্যে চাপা হাওয়া, করতলে মুখ।
গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
তবু যেতে হয়
বারবার ফিরে যেতে হয়।

চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
তুমি আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
কেন তোমার ব্যস্ত ভঙ্গি ?
কেন আমায় এড়িয়ে যাবার চঞ্চলতা !
আমার অনেক কথা ছিল, তোমার জামার বোতাম ঘিরে
অনেক কথা
এই মুখ, এই ভুরুর পাশে চোরা চাহনি,
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
আমি তোমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?

আমরা ছিলাম গাছের ছায়া, ঝড়ের হাওয়ায় ঝড়ের হাওয়া
আমরা ছিলাম দুপুরে রুক্ষ
ছুটি শেষের সমান দুঃখ—
এই দ্যাখো সেই গ্রীবার ক্ষত, এই যে দ্যাখো চেনা আঙুল
এখনো ভুল ?
মনে হয় না তোমার সেই নিরুদ্দেশ সখার মতো ?
কেন তোমার পাংশু চিবুক, কেন তোমার প্রতিরোধের
কঠিন ভঙ্গি
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
শত্রু নই তো, আমরা সেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম নদীর বাঁকে ঘূর্ণিপাকে সন্ধেবেলা
নিষিদ্ধ দেশ, ভাঙা মন্দির, দু' চোখে ধোঁয়া
দেবী মানবীর প্রথম দ্বিধা, প্রথম ছোঁয়া, আমৃত্যু পণ
গোপন গ্রন্থে এক শিহরন, কৈশোরময় তুমুল খেলা···
লুকোচুরি খেলার শেষে কেউ কারুকে খুঁজে পাইনি
দ্যাখো সে মুখ, চোরা চাহনি
একই আয়না
চিনতে পারো না ?

ছায়ার জন্য

গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন কাটিয়েছি
কোনোদিন ধন্যবাদ দিইনি বৃক্ষকে
এখন একটা কোনো প্রতিনিধি বৃক্ষ চাই
যাঁর কাছে সব কৃতজ্ঞতা
সমীপেষু করা যায় ।
ভেবেছি অরণ্যে যাব—সমগ্র সমাজ থেকে প্রতিভূ বৃক্ষকে খুঁজে নিতে
সেখানে সমস্তক্ষণ ছায়া
সেখানে ছায়ার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই

যেখানে রক্তিম আলো নির্জনতা ভেদ করে খুঁজে নেয় পথ
মুহূর্তে আড়াল থেকে ছুটে আসে কপিশ হিংস্রতা
গাঢ় অন্ধকার হলে আমি অসতর্ক অসহায়
জানু পেতে বসে বলব,
বহুদিন ছায়ায় কেটেছে এ জীবন—
হে ছায়া, আমারই হাতে তোমার ধ্বংসের মন্ত্র
বুকের ভিতরে ছিল শ্বাস—তার পরিক্রমা ঘূর্ণি দুনিয়ায়
ভূতলে অশুভ শব্দ, আঁচের মতন লাগে পাতার বীজন—
তবু শেষবার
পুরোনো কালের মতো বন্ধু বলে ডাকো
বল্কল বসন দাও, দাও রসসিক্ত ফল, দ্বিধাহীন হয়ে একটু শুয়ে থাকি
শেষ প্রহরের আগে
এই হত্যাকারী হাতে শেষবার প্রণাম জানাই।

দুটি অভিশাপ

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
প্রবল ঢেউ-এর মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
সমুদ্রের অভিশাপ।

মেল ট্রেনের গায়ে আমি খড়ি দিয়ে এঁকেছিলাম
নারীর মুখ
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
এমনকি, সেই নারীরও চোখের তারা আঁকা ছিল না
এক স্টেশন পার হবার আগেই বৃষ্টি, প্রবল বৃষ্টি
হয়তো বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়েছিল আমার খড়ির শিল্প
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
মেল ট্রেনের অভিশাপ।

প্রতিদিন পথ চলা কি পথের বুকে পদাঘাত ?
নারীর বুকে দাঁত বসানো কি শারীরিক আক্রমণ ?
শীতের সকালে খেজুর-রস খেতে ভালো-লাগা
কি শোষক সমাজের প্রতিনিধি হওয়া ?
প্রথম শৈশবে সরস্বতী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করা কি পাপ ?
এসব বিষয়ে আমি মনস্থির করতে পারিনি
কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাই
সমুদ্র ও মেল ট্রেনের অভিশাপ !

একদিন…

একদিন তোমার হাত ধরে জয়পুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াবো,
অসমাপ্ত পাহাড়কে বলবো, আমরা এসেছি।
একটা শুকনো নদীর গর্ভে নেমে গিয়ে মরা ঝাঁঝি
হাতে তুলে নিয়ে বলবো, মনে আছে
ঝাড়লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আলোর মতন আনন্দ খেলা করবে শরীরে।
কোনোদিন জয়পুর যাইনি, কিন্তু জানি কোথায় জয়পুর আছে—
চিনতে আমার ভুল হবে না !
ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটা ভয়হীন মিনারে ঠেস দিয়ে
হাওয়া থেকে আঁচল ফিরিয়ে আনবে তুমি
তোমার মকরমুখো সুবর্ণ কঙ্কণে রিনিঝিনি শব্দ উঠলে
আমি লীয়মান সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে বলবো,
এবার অম্বা মন্দিরে ঠিক সাতটা ঘণ্টা বাজবে
শুধু শব্দ নয়, তার প্রতিধ্বনি, শুধু অর্জন নয়, তার উপহার
ফিরে আসবে তখন, কে যেন বলবে, জানতাম !
মর্মরে প্রতিফলিত মুখশ্রী প্রশ্ন করবে, সত্যি, সব মনে আছে ?
আমি সবকটা বোতাম খুলে হেসে বলবো,
বাঃ, জলের ধারে বসে থাকার ছবি কখনো মুছে যায় ?
প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘ—এইরকম দুঃখহীন খুশির মধ্যে
হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে শুনতে পাবো
রাজপুতানীদের মান-ভাঙার গান

কেউ উচ্চারণ করবে না, তবুও সবাই বলবে,
আঃ, কি সুন্দর বেঁচে আছি, উড়বে লাল রঙের ধুলো
এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত মৃতেরাও জেগে উঠে ধন্যবাদ দিয়ে যাবে
পাথুরে সবল রাস্তা যেখানে বাঁক ঘুরে ঢালু হয়ে নেমেছে
সেখানে আমরা থমকে দাঁড়ালে ভেসে আসবে তরতাজা দৃশ্যের ঘ্রাণ
ময়ূরের আত্মীয়ের মতন সন্ধ্যা অকস্মাৎ উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করবে :
এই নাও, আজ এই জয়পুর তোমাদের ।

অনন্ত মুহূর্ত

মধ্যাহ্ন-বাগানে এসে ঝুঁকে আছে সাতফুট আলো
আমি জানি
ওখানে শয়তান দাঁড়িয়ে নেই ।
আমার বাঁ পাশে একটি বাজে পোড়া আমলকী বৃক্ষ
তাকে আমি গোপনে হিন্তাল বলে ডাকি
তার নিচে অতি স্বচ্ছ দর্পণ গোষ্পদ
ওখানে অপ্সরীরা খেলা করে না
সাতফুট স্থির আলো, আমি জানি
ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই ।

এখন সকালবেলা অপরাংশে মেঘ ছায়া মেঘ
পাগলাটে একদল পাখি ঝগড়া করে মাটিতে লুটোয়
ফের উড়ে যায়, ওরা
নিহত আমলকী গাছে কখনো বসে না
লাল টিপ ফুলের ঝাড়ে ব্রাহ্মণ গরুটি খুব নিঃশব্দ
আমি চেয়ে আছি পুবে, ওদিকে দেয়াল ভাঙা,
পলেস্তারা খসা
বাগানে উত্তর গেটে কখন এসেছে এক নারী, এলোচুল
বাঁ হাত রেলিঙে ভর
ঢুকবে কি ঢুকবে না সেই দ্বিধায় মুখশ্রী তার রহস্যময়
গভীর নিশ্বাসে তার দুই স্তন ফুলে উঠে কানকানি করে

আমি তাকে এক পলক দেখে ফের চোখ রাখি
ভাঙা দেয়ালের দিকে
সেখানে কিছুই নেই—
আপাতত এই আমার অনন্ত মুহূর্ত।

বাণী-বন্দনা

জাগো, জেগে ওঠো বাণী, আজ অন্ধকার, আজ
বড় বেশি তপ্ত অন্ধকার, আজ জাগার সময়
ওরে বিষের পুত্তলি, তোর এত ঘুম ?
পয়োমুখ বিষের ছুরির মতো জিভ, ঐ বিষ দৃষ্টি
ঐ দেহ-বল্লরীর বিষ ঘাম, এ সবই তো এখন আঁধারে
মানুষের প্রাণ চায় ; বাণী, কুহকিনী
আচমকা দুয়ার খুলে প্রেমিক ও পূজারীকে নীল করো
কবির দু-কানে ঢালো প্রার্থিত গরল আর শ্রেষ্ঠী কিংবা
রাজপুরুষের
ব্যাকুল ঠোঁটে ও মুখে ছোবলের মতো চুমু, লুব্ধ প্রতিহারী
তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে টানে গুপ্তবিষ, বিষ, বিষ
অন্ধকার বিষে ভরে যাক
বাণী, ওরে বিষকন্যা, তোর নগ্ন শরীরের দুলে ওঠা মোহিনী মায়ায়
অ্যারিস্টট্‌লকে তুই ঘোড়া কর, সূর্যকে ভ্রূভঙ্গি হেনে
শিরোপালোভীকে দুই পদাঘাত উপহার দিয়ে
প্রগাঢ় তামসে তোর নাচের উৎসব শুরু হোক।
আজ মনে হয়
বাণী, তোর জেগে ওঠা সভ্যতার একমাত্র সূচিকাভরণ।

চিঠি

ভৌতিক পিওন যবে খেলাচ্ছলে পার হয় রাসবিহারী মোড়
আমার হুকুমে সব গাড়ি থেমে থাকে
লাল আলো, লাল আলো, ঐ শোনো কণ্ঠস্বর
ঐ দ্যাখো অশ্বত্থের বাঁকা ডাল নুয়ে আছে বিদ্যুতের দিকে
ঘূর্ণি বাতাসের মধ্যে চিঠি উড়ে যায়।

হিমানী স্তব্ধতা ভেঙে নেমে এলো অলৌকিক রোদ
বহু থেকে এক হলো একটি রমণী
তার
রুপালি স্তনের পাশে
ভবঘুরে তিনটে ফড়িং!
বৃক্ষ ও মানুষ শোভাযাত্রা করে এসেছিল, জানি
সব থেমে আছে
এ তোমার এ আমার বিশেষ মুহূর্ত নয়
পৃথিবী সমস্তক্ষণ সর্বজনীন না
এখন একজন শুধু রক্তিম আলোর নিচে
চিঠি পাবে।

নীরার অসুখ

নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়
নীরা আজ ভালো আছে?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে!
অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুল মালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি

হঠাৎ উদাস হাওয়া এলোমেলো পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজিয়ে আকাশ জুড়ে
খেলা শুরু করলে
কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ বেড়াতে গিয়েছে।

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখ বোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়
রেস্তোরাঁয় পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ
সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লণ্ডভণ্ড
টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মন খারাপ করে আছো ?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মতো দেখাও ও মুখের মঞ্জরী
নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর !

অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে
চলে যায় স্বস্তিময় মুখে
ট্রাফিকের গিট খোলে, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিকশা
মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে, বেঁচে থাকা নেহাত মন্দ না !

মূক ব্যবহার

নিজের গলার স্বর যন্ত্রে শুনবো, ঐ যন্ত্র বলবে 'ভালোবাসি'
আর কেউ বলেনি, আমি কারুকে বলিনি।
আয়নার ভিতর দিয়ে চুরি করে গেছি বহুবার
স্বর্গের পোস্টাফিসে সন্ধেবেলা
কেউ কিছু লেখেনি ; যন্ত্র, তুমি বলো, 'ভালোবাসি'।

মানুষ হয়েছে আজ নিষ্ঠুর না বিষম লাজুক ?
কেই কারুর মুখের দিকে চোখ তুলে চায় না কথা বলে না

মাঝে মাঝে ওষ্ঠ খুলে অনুবাদে হাসাহাসি হয়—
চোখ জ্বলে যায় ঘুমে—ঘুমের ভিতর দ্বিপ্রহর,
এসো তুমি, ঘুমোবে আমার ঘরে বুকের মতন এক শীতলপাটিতে
একথা বলে না আর কেউ—
কুমারীর হাত ধরে হেঁটে যাই দীঘির উপরে
বাঁকা জ্যোৎস্না বুক ভেদ করে যায়—তবুও স্তব্ধতা, বড় স্মৃতিকষ্ট হয়,
'ফিরে এসো'—এই ধ্বনি বার বার গুমরে গুমরে ওঠে ।

যন্ত্রের সম্মুখে সব স্বীকারোক্তি হয়ে যায়, একা
মধ্যরাত্রি হু-হু করে, অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার,
পাশের পালঙ্কে ঘুমে আছো তুমি, ক্লান্ত মুখ, বসন শিথিল
খুলেছে সায়ার গিঁট, চোখের দু' পাশে একটু ছায়া, তুমি
ঘুমোও এখন, আমি জাগাবো না—
ভালোবাসা, অবিশ্বাস—দু'জনেই আজ এত মূক
প্রতিবাদও করে না আজ গম্ভীর গর্জন
প্রেম যেন মুখ থেকে চলে যায় শরীরের সহস্র আঙুলে
মায়া লাগে,
অথচ বুকের মধ্যে কথা ছিল, ঘুম থেকে ডেকে ওঠাবার সাধ ছিল,
যন্ত্র, তুমি একদিন সাক্ষী দিও ।

আথেন্‌স থেকে কায়রো

বিমানের মধ্যে আমি টাই খুলে ফেলে, সিট বেল্ট সরিয়ে
উঠে দাঁড়ালুম
চিৎকার করে বললুম, কে কোথায় আছো ?
পেঁজা তুলোর মতন তুলতুলে মুখ দু'জন হাওয়া-সখী ছুটে এলো—
তখন মাথার উপর ও নিচে ভূমধ্য আকাশ এবং রুপালি সাগর
মাঝখানে নীল মেঘ ও ফড়িং
পিছনে সন্ধেবেলার ইওরোপ জ্বলছে দাউ দাউ আগুনে
সামনে প্রাচ্যদেশ জুড়ে অন্ধকার

আমি কর্কশভাবে বললুম, কোথায় থাকো এতক্ষণ, আমি
আধঘণ্টা আগে পানীয় চেয়েছি,
তা ছাড়া আমার খিদে পেয়েছে—
বালিকা-সাজা দুই যুবতী অপ্রতিভ ভাবে হাসলো
সেই আগুন ও অন্ধকারের মাঝখানে নারী-হাস্য খুব অবান্তর লাগে
তাদের শরীরের রেখা বিভঙ্গের দিকে চোখ পড়ে না
ভূমধ্য সাগরের অন্তরীক্ষে নিজেকে বন্ধনমুক্ত ও সরল সত্যবাদী
মনে হয় অকস্মাৎ—
পিছনে জ্বলন্ত ইওরোপ, সামনে ভস্মসাৎ কালো প্রাচ্যদেশ
এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি নিঃসঙ্গ ভারতীয়, আমি সম্রাটের পুত্র
সমস্ত পৃথিবীর উদ্দেশ্যে এখন আমি তীব্র কণ্ঠে বলতে চাই,
আমার খিদে পেয়েছে, আমার খিদে পেয়েছে
আমি আর সহ্য করতে পারছি না—
আমি কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খাবার জন্য উদ্যত হয়েছি।

ডাকবাংলোতে

ফুটে উঠলো একটি দুটি টগর
কণ্ঠে মুক্তা মালা
মরি মরি

তোমরা আজ সকালবেলার প্রসন্নতা
এক মুহূর্ত শিশির ভেজা আলো
নর্মছলে তোমরা অপ্সরী।

'কি সুন্দর ঐ টগর ফুল দুটো—
খোঁপায় গুঁজবো আমি !'
প্রাক্-যুবতী বারান্দার প্রান্তে এসে আঁখি তুললো—
সদ্য ভোর, বিরল হাওয়া, ঠাণ্ডা রোদ
সাংকেতিক পাখির ডাক, উপত্যকায় নির্জনতা
আমি বেতের ইজিচেয়ারে অলস।

ফুলের থেকে চোখ ফিরিয়ে নারীর দিকে
চোখই জানে চোখের মায়া, দৃষ্টি জানে সৃষ্টির পূর্ণতা
একটি চাবি যেমন বহু বন্দী মুক্তি,
চাবির মতন
একপলকের চেয়ে দেখা
বললো আমায় :
নারী যতই রূপসী হোক, এই মুহূর্তে মুকুটহীনা ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, বারান্দা থেকে নেমে
টগর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমি হাত বাড়িয়েছি
হাত থেমে রইলো শূন্যে
পৃথিবী কাঁপে না, তবু কখনো কখনো মানুষের
ভূমিকম্প হয়

এত বাতাস, তবু দীর্ঘশ্বাস নিতে ইচ্ছে হয় না
ভুবনময় এই মোহিনী আলোর মধ্যে দুলে ওঠে বিষণ্ণতা
হাত থেমে রইলো শূন্যে
টগর গাছের পাশে হলুদ সাপ
চোখে চোখ, হিম সম্ভাষণ
কি তথ্য এনেছো তুমি, প্রহরী ?
হলুদ সাপ সকালের মূর্তিমতী স্তব্ধতাকে ভেঙে
সেই ভাঙা গলায়
বলে উঠলো :
ঘূর্ণি জলের পাশে একদিন দেখে নিও
মুখের ছায়ায় রৌদ্র-ভ্রমরীর খেলা !

কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে ।

তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এসে চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমি
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে !
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো ? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে ?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি !
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও···
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না !

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে !
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোনো নারী !
কেউ কথা রাখোনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না !

শব্দার্থ

এখন ইস্কুল বন্ধ, বালক সীমান্তে যায় চাল কিনতে
চালের বাজারে বড় খুনসুটি, চালের ভিতরে বহু হাত
চোখ ও নিশ্বাসময়, পাথর ও কীট-ভরা, তবুও সুগন্ধ ;
বালকের ভীরু হাত থলি খোলে, চেয়ে দেখে ওজনের কাঁটা—
জলস্থল অন্তরীক্ষ আগ্রহে প্রত্যক্ষ করে বালকের সুশিক্ষার দৃশ্য
পুলিশকে সিকি দিতে তারাই শিখিয়ে দেয়, ওপরে চাপায় সজনে ডাঁটা

মেঠো পথে ফিরে আসে । সুবোধ বালক, তুমি ও চাল খেয়ো না,
বিক্রি করো, কিলো-তে আটানা লাভ, সেই ভালো, শোনো,
চাল হলো শব্দ, তার অর্থ জেনে নিয়ে হাতে না তুললে
শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে, শব্দ নয়, অর্থই তো শিক্ষার মহিমা ।
এখন ইস্কুল বন্ধ, তবু দিন দিন বাড়ে বালকের সুশিক্ষার সীমা ।

নদীর ওপারে

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে
মুখে ভেজা হিম হাসি
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি আর পাশা খেলতে ভালোবাসি না
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
আগুনে ঘিয়ের ছিটে দিয়ে তুলবো প্রলয় নিনাদ—

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখে
ভেজা হিম হাসি ?
হিরণ্ময়, ওকে বলো, শর্বাণীর চিবুকে ঐ যে
ভনভনাচ্ছে নীল ডুমো মাছি
ওরা কার দূত ? আমি আর পাশা খেলতে ভালোবাসি না—
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
ওকে শেষবার বলো, রাত্রির আগেই যেন নীল ডুমো মাছিদের ঝাঁক
উড়ে যায় প্রত্যুষের দিকে !

মাটি

বাগানখানি ফুলদানি, হাওয়ায় সেই ধাতু এবং কুসুমগন্ধ
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাক
বাগানখানি

পায়ের নিচে মাটি ছুঁয়েছি, অথবা পা, তোমারই পা
আমায় পায়ের নিচে রাখো, আমার শরীর মাটি-মাটি
আমি গায়ে ময়লা হয়ে মিশে থাকবো, সেও তো মাটি,
মাটি হলেই বাগান, তোমার ফুলদানিটা উল্টে রাখো,
সোজা করো,
আমি তোমার নোখের ধুলো, ভুরুর ঘাম, টিপের উল্টো পিঠের আঠা
কখনো সোজা, কখনো উল্টো, কখনো টিপ, কখনো আঠা !
শ্যাওলা পাতার কারুকার্য দেখে তোমার স্নানের ঘরে জ্বলুক বাতি
বাতি জ্বলুক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ
ঘরের ঘর, আলোর আলো
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, অন্ধকারও লাগবে ভালো
বাগান ভেঙে লণ্ডভণ্ড, এত অসংখ্য উল্কাবৃষ্টি
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, আবার বৃষ্টি শেষের মাটি
মাটি হলেই বাগান, আমি নোখের ধুলোয় মিশে থাকবো, সেও তো মাটি ।

ছেলেটা

ঐ ছেলেটা পাগল,
ওর কথার কোনো মাথামুণ্ডু, ঠিকানা নেই !
ঐ ছেলেটা সমুদ্রেরও সীমানা চায়,
নদীর কাছে হাজির হয়ে
নদীকে খুব সরল হতে মিনতি করে ;
ভিখারীকেও ত্যাগ শেখাতে চেয়েছিল, ঐ ছেলেটা এমন পাগলা,
মৃত্যু দেখে শৈশবে যায়,
লেবু পাতার গন্ধে নাকি অমরত্ব !

নারীর বুকে শপথ রেখে ভেবেছিল, পাখির মতন পবিত্র প্রেম
হাওয়ায় উড়বে
হাওয়ায় উড়বে চোখের জল, যুদ্ধ যেমন মানুষকে খুব
হাসিয়ে মারে,
ঐ ছেলেটা মানুষ দেখলে ধুলো কাদায় ছবি আঁকবে
ধুলো কাদাই ছিটিয়ে বলবে, ভালোবাসতে চেয়েছিলাম,
পৃথিবীময় গোপন কথা,পৃথিবীময় গোপন কথা
অসুখ, সুখ, জননীমুখ, আকাশবাণী, ভোরের কাগজ
ভরিয়ে শুধু গোপন কথা
আলিঙ্গনে এত গোপন, রাজধানীতে এত গোপন
মানুষভরা গোপনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ ছেলেটা
বিষের ভাণ্ড নিয়ে বিমান থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে
শূন্য থেকে ঘুরতে ঘুরতে, আকাশ, হিম-বাতাস থেকে
চোখ সরিয়ে
সভ্যতাকে ডেকে বলে—
ঐ ছেলেটা সভ্যতাকে হাসতে হাসতে ডেকে বলে,
আমায় অধঃপতন থেকে রক্ষা করো !

অরূপ রাজ্য

মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল
ফুটে আছে
চোখের মতন চোখে দেখতে পাই ভোরবেলার মতো ভোরবেলা—
দেশলাই কাঠিতে জ্বললো বিশুদ্ধ আগুন, আমি সিগারেট মুখে নিয়ে
ছাদ থেকে নেমে আসি প্রধান মাটিতে
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, ঠিক পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ।

দুঃখ নিয়ে ঘুম ভাঙলে দুঃখ জেগে রয়, মানুষ ঘুমোয় ফের
প্রহরীর বিবৃত জানুতে
মানুষ না, আমি । আমার ঘুমন্ত চলা সাম্প্রতিক বাতাসকে মনে করে
শতাব্দীর হাওয়া

মহিলাকে মনে করে স্বপ্ন । মহিলা না, নীরা ।
তার দৃষ্টি দুর্গা টুনটুনি হয়ে উড়ে যায় । স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ । স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্ণার শব্দ ওঠে । এও স্বপ্ন—
টুনটুনি, মল্লিকা, ঝর্ণা—ধুল্যবলুণ্ঠিত এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা । আমি । দুঃখে সব স্বপ্ন হয় ।

ঈর্ষাও ঘুমের ভঙ্গি । সেই ঈর্ষা নারী বা নীরার সর্ব শরীরের কাছে এসে
শিকলের শব্দ করে
আমার দু' চোখ তীক্ষ্ণ ছুরি হয়, প্রাসাদ শিখর ভাঙে,
ধ্বংস করে রাজনীতি-মঞ্চ, রূপান্তর শুরু হয়
মানুষকে মনে হয় জলজন্তু, যোষিৎপ্রত্যঙ্গ যেন খাদ্য
ভালোবাসা নুন-মরিচ, নিশ্বাসে আগুন
প্রতিটি প্রত্যূষ যেন রাত্রি ভোর, রোদ্দুর তখনই হয় ক্ষুরের ফলার মতো
কুসুম কুমারী, মেঘ দুঃসময়—সব স্বপ্ন !

কখনো দুঃখের ঘুম শুরু হলে আমি জাগি, অবিকল চোখের মতন চোখে
টের পাই সাম্প্রতিক হাওয়া
সিগারেটে টান মেরে আমি খুসখুসে শব্দে হাসি
বেঁচে থাকা এই রকম
আমি এই অরূপ রাজ্যের নাগরিক
গোপাল চারায় ঠিক গোলাপ ফোটার মতো দৃশ্যমান ফসলের নিজস্ব বিভাস
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস শুধু পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ।

ভালোবাসা

শরীর ছেলেমানুষ, তার কত টুকিটাকি লোভ
সব সাঙ্গ হলে পর, ঘুম আসবার আগে
নতুন টাকার মতন সরল নিরাবরণ
দুখানি শরীর
বিছানায় অবিন্যস্ত ।

ঠাণ্ডা বুকের কাছে স্বেদময় মুখ
উরুর উপরে আড়াআড়ি ফেলে রাখা
এইমাত্র লোভহীন হাত
চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালোবাসার—
ভালোবাসা মানে ঘুম, শরীর বিস্মৃত পাশাপাশি
ঘুমোবার মতো ভালোবাসা।

জয়ী নই, পরাজিত নই

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল
আমি এই পৃথিবীকে পদতলে রেখেছি
এই আক্ষরিক সত্যের কাছে যুক্তি মূর্ছা যায়।
শিহরিত নির্জনতার মধ্যে বুক টন্‌টন্‌ করে ওঠে
হালকা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন
সবুজকে ধূসর হতে ডাকে
আদিগন্ত প্রান্তর ও টুকরো ছড়ানো টিলার উপর দিয়ে
ভেসে যায় অনৈতিহাসিক হাওয়া
অরণ্য আনে না কোনো কস্তুরীর ঘ্রাণ
কিছু নিচে ছুটন্ত মহিলার গোলাপি রুমাল উড়ে গিয়ে পড়ে
ফণিমনসার ঝোপে
নিঃশব্দ পায় চলে যায় খরগোশ আর রোদ্দুর।

এই যে মুহূর্ত, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা—এর কোনো অর্থ নেই
ঝর্ণার জলে ভেসে যায় সম্রাটের শিরস্ত্রাণ
কমলার কোয়া থেকে খসে পড়া বীজ ঢুকে পড়ে পাতাল গর্ভে
পোল্‌কা ডট্‌ দুটি প্রজাপতি তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত
বাবলা গাছের শুকনো সব কাঁটাও দাবি করেছে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব
সব দৃশ্যই এমন নিরপেক্ষ
আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনই একজন মানুষ
পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল
থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত।

পাথর

খণ্ড পাথর, শৌখিনতায় তুই কি চাস সজীব হয়ে উঠে দাঁড়াতে ?
অথবা তোর ভিতরে, অনেক ভিতরে, শিশুর রক্তাভ হাত যেমন কোমল
সেই কেন্দ্রে
অযুত বর্ষ সুপ্ত রয়েছে যে স্তব্ধতা, তাকেই অটুট রাখার নেশা
ঢের বেশি বড় ?

বাড়ি ফেরা

রাত্তির সাড়ে বারোটায় বৃষ্টি, দুপুরে অত্যন্ত শুকনো এবং ঝক্‌ঝকে
ছিল পথ, মেঘ থেকে কাদা ঝরেছে, খুবই দুঃখিত মূর্তি একা
হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, কালো ভিজে চুপচাপ দ্বিধায়
ট্রাম বাস বন্ধ, রিকশা ট্যাক্সি পকেটে নেই, পৃথিবী তল্লাসী হয়ে গেছে
পরশুদিন
পুলিশের হাতে শান্তি এখন, অথবা নির্জনতাই প্রধান অস্ত্র এই
বুধবার রাত্তিরে।

অনেক মোটরকারে শব্দ হয় না, ঘুমন্ত হেড লাইট, শুধু পাপপুণ্য
অত্যন্ত সশব্দে জেগে আছে, কতই তো প্রতিষ্ঠান উঠে যায়, ওরা শুধু
ঘাড়হীন অমর গোঁয়ার।

মশারী ব্যবসায়ীদের মুণ্ডপাত হচ্ছে নর্দমায়, কলকণ্ঠে, ঘুমহীন ঘুম
শিখে নিয়েছে ট্রাক ড্রাইভার। দু'পাশের আলো-জ্বলা অথবা
অন্ধকার ঘরগুলোয়
জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় হয়নি। অসার্থক যৌন ক্রিয়ার পর
বারান্দায় বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো লোকটা, ঘন ঘন আগুনের চিহ্ন দেখে
বোঝা যায় কি তীব্র ওর দুঃখ ! মৃত্যুর খুব কাছাকাছি—
হয়তো লোকটা
গত দশ বছর ধরে মরে গেছে, আমি বেঁচে আছি আঠাশ বছর।

সাত মাইল পদশব্দ শুনে কেউ পাগলামির সীমা ছুঁয়ে যায় না
এ রাস্তা অনন্তে যায়নি, ডানদিকে বেঁকে কামিনী পুকুরে
দুই ব্রীজের নিচে জল, পাৎলুন গোটানো হলো, এই ঠাণ্ডা স্পর্শ
একাকী মানুষকে বড় অনুতাপ এনে দেয়—
লাইট পোস্টে উঠে বাল্‌ব চুরি করছে একজন, এই চোট্টা, তোর পকেটে
দেশলাই আছে ?
বহুক্ষণ সিগারেট খাইনি তাই একা লাগছে, দেশলাইটা নিয়ে নিলাম
ফেরত পাবি না
বাল্‌ব চুরি করেই বাপু খুশি থাক না, দু'রকম আলো বা আগুন
এক জীবনে হয় না !···ভাগ্ শালা,···

ওপাশে নীরেনবাবুর বাড়ি, থাক । এ সময় যাওয়া চলে না—ডাকাতের
ছদ্মবেশ ছাড়া
চায়ের ফরমাস করলে নিশ্চয়ই চা খাওয়াতেন, তিনদিন পরে
অন্য প্রসঙ্গে ভর্ৎসনা
একটু দূরে রিটায়ার্ড জজসাহেবের সুরম্য হর্ম্যের
দেয়াল চকচকে সাদা, কি আশ্চর্য, আজো সাদা ! টুকরো কাঠকয়লায়
লিখে যাবো নাকি, আমি এসেছিলাম, যমদূত, ঘুমন্ত দেখে ফিরে গেলাম
কাল ফের আসবো, ইতিমধ্যে মায়াপাশ ছিন্ন করে রাখবেন নিশ্চয়ই !

কুত্তারা পথ ছাড় ! আমি চোর বা জোচ্চোর নই, অথবা ভূত প্রেত
সামান্য মানুষ একা ফিরে যাচ্ছি নিজের বাড়িতে
পথ ভুল হয়নি, ঠাণ্ডা চাবিটা পকেটে, বন্ধ দরজার সামনে থেমে
তিনবার নিজের নাম ধরে ডাকবো, এবং তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে
এলোমেলো অন্ধকার সরিয়ে
আয়নায় নিজের মুখ চিনে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকবো ঘরে ।

নীরার হাসি ও অশ্রু

নীরার চোখের জল চোখের অনেক
নিচে
টলমল
নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে
বুক, বাহু, আঙুলে
ছড়ায়
শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে, হেলানো সন্ধ্যায় নীরা
আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত
আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খে রে নীরার কৌতুক
তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলি মাখা ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়ে লীলা লোধ্র
আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি:
নীরা, তুমি শান্ত হও
অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি
পৃথিবী তোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই
তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া
নীরা, তুমি শান্ত হও !

নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি
খেলা করে
কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক
সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো
সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে
নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙুল ঠেকিয়ে বলে,
চুপ !
আমি জানি
নীরার চোখের জল চোখের অনেক নিচে টলমল ।

ইচ্ছে

কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে
দুটো চারটে নিয়ম কানুন ভেঙে ফেলি
পায়ের তলায় আছড়ে ফেলি মাথার মুকুট
যাদের পায়ের তলায় আছি, তাদের মাথায় চড়ে বসি
কাচের চুড়ি ভাঙার মতোই ইচ্ছে করে অবহেলায়
ধর্মতলায় দিন দুপুরে পথের মধ্যে হিসি করি।
ইচ্ছে করে দুপুর রোদে ব্ল্যাক আউটের হুকুম দেবার
ইচ্ছে করে বিবৃতি দিই ভাঁওতা মেরে জনসেবার
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুন কালি দিই।
ইচ্ছে করে অফিস যাবার নাম করে যাই বেলুড় মঠে
ইচ্ছে করে ধর্মাধর্ম নিলাম করি মুর্গীহাটায়
বেলুন কিনি বেলুন ফাটাই, কাচের চুড়ি দেখলে ভাঙি
ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করি এবার পৃথিবীটাকে
মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
আমার কিছু ভাল্লাগে না।

জলের সামনে

ব্রীজের অনেক নিচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ
কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি,
কখনো মানুষ নই,
তবুও সন্ধ্যায়
ব্রীজের খিলান ধরে ঝুঁকে থেকে মনে হয় অবিকল মানুষেরই মতো
মানুষের জল দেখা, জলের মানুষ দেখা
পরস্পর মুখ ;
মানুষ দেখেছে জল বহুদিন মানুষ দেখেছে অশ্রুজল
মানুষ দেখেছে মুখ অশ্রুভেজা, ব্রীজের অনেক নিচে
হিম কালো জলে
কালো জল বহু উর্ধ্বে দেখেছে কান্নায় সিক্ত গোপন কঠিন মুখ
মানুষের মতো।

আসমুদ্র দয়া প্রার্থী আবার বৃষ্টির কাছে অতি পলাতক
কখনো নিথর জলে স্পষ্ট মুখ, কখনো তরঙ্গে ভাঙা হীন মানবীয়।

জলের কিনারে এলে জলের ভিতরে যাওয়া, জলের ভিতরে
মানুষ যখনই যায় একা, তার অলঙ্ঘ্য শরীর
মাতৃগর্ভে বাস সম অগোপন ;
অথবা না-হোক একা,
বন্ধু ও সঙ্গিনী
অদূরেই জলযুদ্ধে ; একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর উরুর জোড়, খোলা স্তন কীরকম আশ্চর্য সরল—
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো,—সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যেরকম
মানুষের হাত
জলের ভিতরে গিয়ে নিজের শরীরটাকে চিনে নেয়,
জলের ভিতরে
সহাস্যে পেচ্ছাপ করে লজ্জাহীন, বাতাসের মতো জল, পরাগ ছড়ায়।

কখনো মানুষ সেজে বীয়ার-বাস্কেট নিয়ে বসেছি নারীর
কাছাকাছি সিন্ধুতটে সন্ধেবেলা, জ্যোৎস্না ভাঙে লাবণ্য হাওয়ায়
আকাশে অসংখ্য ছিদ্র, ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বলে ফসফরাস
দেখেছিল মুখ
অথবা ঢেউয়ের দল মানুষের মুখ চেয়ে সার বেঁধে আসে—
এমন উচ্ছল জল, মানুষের মুখ দেখা যেন তার আশৈশব সাধ।
মানুষের ছদ্মবেশে আছি, তাই চোখে আসে অশ্রু
মুখ ঢাকি।

জীবন ও জীবনের মর্ম

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।
বুদ্ধের বুকের হাঁস ডানা ঝাপটায়, আমি মাংসলোভী

বিশাল বৃক্ষের ছায়া জলে ভাসে—আমি তমস্বান হয়ে ছুটে গেছি
আমি ভুল বুঝতে পারি—
বিস্মৃতিকে কতবার মনে ভেবেছি বিষণ্ণতা
ট্রেন লাইনের পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বনবাসী হরিণ
কয়লা খনির ভিতরের অপরাহ্নের মতন উদাসীনতা
আমাকে নদীর পাশেও স্রোতহীন রেখেছে
চঞ্চল হাওয়ায় উড়ে গেছে কৃতঘ্নতার হাসি
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয় ।

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে, সেই মুহূর্তের
বিশাল জ্যোৎস্না যাবতীয় পার্থিব ম্যাজিকের
তাঁবুর মতন ঝড়ে উল্টে যায়
মেঘ জলস্তম্ভ হতে গিয়েও ফেটে ইলশে গুঁড়ি হয়ে ছড়ায়
সমগ্র কৈশোর কালের নদীর পার থেকে ছিটকে পড়ে যায়
গুন টানার মানুষ
বারো বছরের জন্মদিনে আমার কপালে মায়ের আঙুল ছোঁয়া
লাল টিপ
মুছে গিয়েছিল কান্নায়, মুছে যায়নি ।
এখন আমার ভারতবর্ষের মতন ললাটে সেই কাশ্মীর, অর্থাৎ দ্বিধা
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয় ।

শব্দ

বালি ঝুমকো, হলুদ নাভি, শূন্য হাস্য
রূপালি ফল, নীল মিছিল, চিড়িক চক্ষু···

চিড়িক না সুখ ? চিড়িক শব্দে ঢ্যাঁড়া বসালুম
রূপালি ফল, না রূপালি উরুত ? দ্রিদিম জ্যোৎস্না

অমনি আমার বুকের মধ্যে ভয়ের ঘণ্টা, দ্রিদিম জ্যোৎস্না
লিখে ভয় হয়
দ্রিদিম না স্মৃতি ? জ্যোৎস্না না জল ? অথবা সাগর ?
দ্রিদিম সাগর ? ঠিক ঠিক ঠিক ! নিরুপদ্রব । শূন্য হাস্য
কুন্‌কি কাফেলা, হাতেম তামস, শালু পালু লুস্
তামস ? আবার ভুলের শব্দ, ভয়ের শব্দ, (কাটতে কলম
থর থর করে)
তামসের চেয়ে প্রগাঢ় আমার গরিমার কাছে শূন্য হাস্য
অর্থের এত বিভ্রমে বহু অশ্রুবিন্দু, কুলুকুলু জল···

কুলুকুলু বড় মধুর শব্দ, মধুর তোমার শব্দে শব্দ
মন্দিরে বাজে দ্রিদিম ঘণ্টা, জ্যোৎস্না উধাও, তামস উধাও ।

নিসর্গ

আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে আছে শীত
উড়ে গেল তিনটে প্রজাপতি
একটি কিশোরী তার করমচা রঙের হাত মেলে দিলে বিকেলের দিকে
সূর্য খুশি হয়ে উঠলেন, তাঁর পুনরায় যুবা হতে সাধ হলো ।

দ্বারভাঙা জেলার রমণী

হাওড়া ব্রীজের রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল
দ্বারভাঙা জেলা থেকে আসা এক টাটকা রমণী
ব্রীজের অনেক নিচে জল, সেখানে কোনো ছায়া পড়ে না
কিন্তু বিশাল এক ভগবতী কুয়াশা কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চল থেকে
গড়িয়ে এসে

সভ্যতার ভূমধ্য অলিন্দে এসে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ থেকে খসে পড়লো ইতিহাসের পাপমোচনকারী বিষণ্ণতা
ক্রমে সব দৃশ্য, পথ ও মানুষ মুছে যায়, কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু রইলো সেই
লাল ফুল-ছাপা শাড়ি জড়ানো মূর্তি
রেখা ও আয়তনের শুভবিবাহমূলক একটি উদাসীন ছবি—
অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে, সেই প্রধানা মচ্‌কা মাগি, গোঠের মল ঝামরে
মোষ তাড়ানোর ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে-রে—
মুঠো পিছলোনো স্তনের সূর্যমুখী লঙ্কার মতো বোঁটায় ধাক্কা মারলো কুয়াশা
পাছার বিপুল দোলানিতে কেঁপে উঠলো নাদব্রহ্ম
অ্যাক্রোপলিসের থামের মতো উরুতের মাঝখানে
ভাঁটফুলের গন্ধমাখা যোনির কাছে থেমে রইলো কাতর হাওয়া
সুডৌল হাত তুলে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে—
তখন সর্বনাশের কাছে সৃষ্টি হাঁটু গেড়ে বসে আছে
তখন বিষণ্ণতার কাছে অবিশ্বাস তার আত্মার মুক্তিমূল্য পেয়ে গেছে····
সব ধ্বংসের পর
শুধু দ্বারভাঙা জেলার সেই রমণীই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো
কেননা ঐ মুহূর্তে সে মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল।

উত্তরাধিকার

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ, ক্রোধ, শিহরন
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল

পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলস্
গূঢ় অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মতো আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহঙ্কারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু'তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এ সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশি তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।

নীরার পাশে তিনটি ছায়া

নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া
আমি ধনুকে তীর জুড়েছি, ছায়া তবুও এত বেহায়া
পাশ ছাড়ে না
এবার ছিলা সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মতো—
নীরা দু'হাত তুলে বললো, 'মা নিষাদ !
ওরা আমার বিষম চেনা !'
ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে ওড়ে আমার বুক চাপা বিষাদ—
লঘু প্রকোপে হাসলো নীরা, সঙ্গে ছায়া-অভিমানীরা
ফেরানো তীর আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল
নীরা জানে না !

বন্দী, জেগে আছো ?

চরাচরে অন্ধকার, নিঃশব্দ নিশীথে ডাক ওঠে :
বন্দী, জেগে আছো ?
বন্দী কি ঘুমোয় ? না কি জাগরণই তার বন্দিশালা

মাথার ভিতর জ্বালা যাবজ্জীবন পল অনুপল
পদক্ষেপে শিকলের শব্দ—তার নিঃসঙ্গতা, অন্ধকুঠুরির
ভিতরে স্বপ্নের মতো রোদ এসে
জানায় অস্তিত্ব, এ কি নিষ্ঠুরতা—যে রয়েছে চিরকাল
জেগে, তাকে প্রশ্ন
বন্দী, জেগে আছো !

যে রয়েছে চিরকাল জেগে তার হিংস্র কঠিন মুখ
গরাদের ফাঁকে চেয়ে থাকে, তবু কপালের নিচে
প্রশ্নের জ্বলন্ত দুই শর ;
সমূহ প্রকৃতি থেকে যে-রয়েছে দূরে তার আঁধারে ঝলসানো চোখ
প্রেমের নিভৃত শিল্পে, পণ্যে, পিপাসায়, লোভে
অত্যন্ত ঘুমন্ত সব মানুষের খেলাঘরে
প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় :
স্বাধীন ? স্বাধীন ?

সিম্ফনিতে এক উৎসবে

নর্তকী, তুমি তাকাও আমার দিকে ক্ষণকাল
আজ এ সভায় আমিই প্রধান অতিথি, আমার
চোখে চোখ রাখো একবার ।
সবুজ আলোর পরে ঝলসালো মসৃণ মঅভ
দুই সখী এসে দাঁড়ালো দু'পাশে লাল ও হলুদ
ওরা তো স্বপ্ন
রেশমী রুমাল, পীত আঙরাখা, জরির ঝালর—এসব স্বপ্ন
প্রহরীর মতো ঘাগরা কাঁচুলি সাজানো মঞ্চ—এসব স্বপ্ন
বাহু ঢাকা ফুল, ফুলের দুকূল রুপোর নূপুর—এবারও স্বপ্ন ?
শুধু ঘোরে রং, ঝম-ঝম-ঝুম রঙের শব্দ, নর্তকী, তুমি
তাকাও আমার দিকে ক্ষণকাল, আজ এ সভায়
আমিই প্রধান অতিথি, আমার
চোখে চোখ রাখো একবার ।

শত জনতার ঠিক মাঝখানে আমার আসন, নর্তকী, তুমি
যে দিকেও যাও, প্রোসেনিয়ামের যে-কোনো সীমায়—
আমার দু' চোখ তোমার অঙ্গে—লীলাময় হাত, মৃদু অঙ্গুলি—
লঘু পদযুগ, ক্ষীণ কটিতটে দারুণ দোলানি দেখে উরুদেশ
হেম দুই বুক জেগে ওঠে আজ স্তননে বর্ণে, নাচ কি শিল্প ?
ঝম-ঝম-ঝুম রঙের শব্দ, নর্তকী আজ তুমিই শিল্প ?
এক মুহূর্ত ফেরাও চক্ষু আমার দু' চোখে, ছবির নারীরা
ঠিক যে রকম চিরকাল শুধু আমাকেই দেখে, এক মুহূর্ত
তুমি দেখা দাও, আজ এ সভায় তুমিই শিল্প ।

উইংসে এসেছে রাজার কুমার, সেও তো রমণী,
ছোট শহরের নৃত্যসভায় সবাই রমণী, ওকে ভয় নেই
সাত সখী এসে তিনজন গেল, নর্তকী শুধু তুমিই শিল্প
দুই ভুরু হেনে একবার চাও, শরীর দেখেছি, তোমাকে দেখিনি
নাচ কি শিল্প ? ঢের শিল্পের দেখা হলো আজ
চোখোচোখি ছাড়া কোনো দেখা নেই
এক মুহূর্ত তাকাও···আমার সহিষ্ণুতার শেষ হয়ে এলো
এবার চেয়ারে দাঁড়িয়ে উঠবো, সিটি দিয়ে আমি ডিগবাজি খাবো
মাটিতে গড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উল্টে পাল্টে লোভী জনতার
সারি সারি পায়ে চিমটি কাটবো
নাচ কি শিল্প ? ঢের শিল্পের দেখা হলো আজ মঞ্চ শিল্প
এবার সেসব ভাঙা শুরু হোক, শরীর দেখেছি তোমাকে দেখিনি
হাওয়া ভাঙে মেঘ, মেঘ কি শরীর ? শরীর আমার সহ্য হয় না
শিল্প আমার সহ্য হয় না, স্বপ্নের মতো ঝমঝুমে রং,
এক মুহূর্ত
দুই চোখে শুধু আমাকেই দেখো, আমি আজ বড় অস্থির আছি
আমি আজ এক নক্ষত্রকে হৃদয় সঁপেছি
নর্তকী তুমি সুন্দর, আমি তোমাকে চাই না, তোমার চোখের
নক্ষত্রকে খুঁজে নিতে দাও ।

আত্মা

প্রতিটি ট্রেনের সঙ্গে আমার চতুর্থভাগ আত্মা ছুটে যায়
প্রতিটি আত্মার সঙ্গে আমার নিজস্ব ট্রেন অসময় নিয়ে
খেলা করে।
আলোর দোকানে আমি হাজার হাজার বাতি সাজিয়ে রেখেছি
নষ্ট-আলো-সঞ্জীবনী শিক্ষা করে আমার চঞ্চল
অহমিকা।
জাদুঘরে অসংখ্য ঘড়িতে আমি অসংখ্য সময় লিখে রাখি
নারীর উরুর কাছে আমার পিপড়ে দূত ঘোরে ফেরে
আমার ইঙ্গিতে তারা চুম্বনের আগে
কেঁপে ওঠে।
এইরূপ কর্মব্যস্ত জীবনের ভিতরে-বাইরে ডুবে থেকে
বিকেলের অমসৃণ বাতাসে হঠাৎ আমি দেখি
আমার আত্মার একটা কুচো টুকরো
আজও কোনো কাজ পায়নি।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে,
গুজরাটের বন্যা দেখতে যেও না
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
ক্রুদ্ধ জলের প্রবল তোলপাড়ে উপড়ে গেছে রেললাইন
চৌচির হয়েছে ব্রীজ, মৃত পশুর পেটের কাছে ছন্নছাড়া বালক
তরঙ্গে ভেসে যায় বৃদ্ধের চশমা, বৃক্ষের শিখরে মানুষের
আপৎকালীন বন্ধুত্ব
এই সব টুকরো দৃশ্য—এক ধরনের সত্য, আংশিক, কিন্তু বড় তীব্র
বিপর্যয়ের সময় এই সব আংশিক সত্যই প্রধান হয়ে ওঠে
ইন্দিরা, লক্ষ্মীমেয়ে, তোমার একথা ভোলা উচিত নয়
মেঘের প্রাসাদে বসে তোমার করুণ কণ্ঠস্বরেও
কোনো সর্বজনীন দুঃখ ধ্বনিত হবে না
তোমার শুকনো ঠোঁট, কতদিন সেখানে চুম্বনের দাগ পড়েনি,
চোখের নিচে গভীর কালো ক্লান্তি, ব্যর্থ প্রেমিকের মতো চিবুকের রেখা

কিন্তু তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো এই পথ
তোমার আর ফেরার পথ নেই
প্রিয়দর্শিনী, তুমি এখন বিমানের জানলায় বসে
উড়ে এসো না জলপাইগুড়ি, আসামের আকাশে
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি—
উঁচু থেকে তুমি দেখতে পাও মাইল মাইল শূন্যতা
প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়মহীনতার সর্বনাশা মহিমা
নতুন জলের প্রবাহ, তেজী স্রোত—যেন মেঘলা আকাশ উল্টো
হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবীতে
মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন বাড়ি, কাণ্ডহীন গাছের পল্লবিত মাথা
ইন্দিরা, তখন সেই বন্যার দৃশ্য দেখেও একদিন তোমার মুখ ফস্কে
বেরিয়ে যেতে পারে, বাঃ, কি সুন্দর !

শরীর অশরীরী

কেউ শরীরবাদী বলে আমায় ভর্ৎসনা করলে, তখন ইচ্ছে হয়
অভিমানে অশরীরী হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাই !
আবার কেউ 'অশরীরী' শব্দটি উচ্চারণ করলে আমি কান্নার মতন
ভয় পেয়ে তীব্র কণ্ঠে বলি, তুমি কোথায় ? লুকিও না,
এসো, তোমাকে একটু ছুঁই !
এই রকমই জীবন ও মানুষের হাঁটা চলার ভাষা—
সুতরাং 'ভাষা' শব্দটি কারুর মুখে শুনলে মনে হয় পৃথিবীর
যাবতীয় ক্ষত্রিয় গদ্যের
বিনাশ করতে যেতে হবে ।

কোথাও 'ব্রাহ্মণ' শুনলে মনে পড়ে ভাঙা মৃৎশকটের জন্য কান্না
এসবই তো আকাশের নিচে, তোমার মনে পড়ে না ?
দেখো, আবার 'তুমি' বলছি, অর্থাৎ শরীর
এখন আমি শরীরবাদী না অশরীরী ?
অশরীরী, অশরীরী, তাই তো শরীর ছুঁতে ইচ্ছে হয়,

এসো শরীর, তোমায় আদর করি
এসো শরীর, তোমায় ছাপার অক্ষরের মতো স্পষ্টভাবে চুম্বন করি
তোমায় সমাজ সংস্কারের মতন আদর্শভাবে আলিঙ্গন করি
এসো, ভয় নেই, লজ্জা করো না, কেউ দেখবে না—দেখতে জানে না
সত্যবতী, তোমার দ্বীপের চারপাশ আমি ঢেকে দেবো কুয়াশায়
তোমার মীনচিহ্নিত দেহে ছড়িয়ে দেবো যোজনব্যাপী গন্ধ—
কবিও তো সন্ন্যাসীই, সন্ন্যাসীরই মতন সে হঠাৎ কখনো
যোগভ্রষ্ট হয়ে কামমোহিত হয়—
সেই বিস্মৃত মুহূর্তের লিপ্সা বড় তীব্র, তাকে অপমান করো না
সে যখন জ্যোৎস্নাকে ভোগ করতে চায়, তখন উন্মত্তের মতন
লণ্ডভণ্ড করে রাত্রি, সে যখন পৃথিবীকে দেখে, তখন
দশ আঙুলের মতন ভয়াবহ চোখে এই শৌখিন ধরিত্রীর সঙ্গে
সঙ্গম করে—যার ডাকনাম ভালোবাসা,—আঃ কেন আবার
একথা, আমি অশরীরী এখন, আমি এখন গীর্জার অন্দরের মতন
পবিত্র বিশেষণ, সমস্ত প্রতীক অগ্রাহ্য করা শ্রেষ্ঠ প্রতীক, এখন
'সমাজ' শব্দটি শুনলে পাট ভেজানো জলের গন্ধ মনে পড়ে, কেউ
'ক্ষিদে পেয়েছে' বললে, মনে হয়, আহা লোকটি বড় নিষ্ঠাবান
অর্থাৎ ধ্যান, এখন আমার ধ্যান, আর বিস্মরণ নয়, ধ্যান—
কিন্তু যাই বলো, চারপাশে অপ্সরীর নৃত্য না থাকলে চোখ বুজে
ধ্যানও জমে না !

আবার ? আস্তে, না, শরীর নয়, আমি এখন আকাশের নিচে
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, সমস্ত অন্তরীক্ষ জুড়ে তালগাছের মতন
দীর্ঘ কোনো কণ্ঠস্বর আমায় বলেছে, দাঁড়াও !
আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আমি এরকমও জানি,
চোখে জল এলে বুঝতে পারি, এও তো শরীর, পায়ের ধুলোও শরীরবাদী
আহা, শরীরের দোষ নেই, সে অশরীরীর সামনে হাত জোড়
করে দাঁড়িয়ে আছে—।

আজ সকালবেলা

মাঠের সামনের ঝুল বারান্দায় শীতের সকালে রোদ এলে
বেতের চেয়ারে আমি কবির মতন বসে থাকি
এখন রোদ্দুর দেখে অনায়াসে বলা যায়, 'হেমশস্য'
নারী নয়, বৃক্ষও প্রকৃতি
পাতার ভিতরে হাওয়া 'আন্দোলন' করে যায়
প্রসারিত সবুজের ভিতরে শিশির খোঁজে চোখ
ঠিক কবির মতন চোখ ঘোরে ফেরে আকাশে প্রান্তরে
মাঝে মাঝে বেতের চেয়ারে একা কবি হতে কে না চায় ?

মন, তুমি জেনে রেখো, এসবই দেখার যোগ্য সুস্থির শাশ্বত
যেমন ভ্রমণে যায় মানুষ ও মানুষের পোশাকের খয়েরি সুটকেস
অর্জিত ছুটির সুখে কলকাতা-আসানসোল তুচ্ছ হয়ে যায়
ইস্পাত শিল্পের কর্মী মন্দিরের শিল্প দেখে কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গে সরবে !
সৌন্দর্য বিখ্যাত জ্ঞান, মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে দেখে রাখা প্রথা
হৃদয় কি শূন্য ? তবে পাহাড় শিখর থেকে দূরের শূন্যতা দেখে
মানুষের এতখানি খুশি ?
ঝর্ণার রূপের ছলা ক্যামেরায় এসে স্থির হয়
সমূল বৃক্ষের থেকে পরগাছার ফুল বেশী দামী—
এরকমই মিলে মিশে জীবনের সরল ও স্বাভাবিক সার্থক ব্যর্থতা, জেনে রেখো।

মন, তুমি তিরিশ পেরুলে, তাই যুক্তিবাদী ?
তুলনা ও প্রতিতুলনার মতো জুয়াচুরি শিখে নিয়ে বাণী উচ্চারণে বুঝি লোভ ?
এখন গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা চুপি চুপি গাঢ় অপরাধ ?
হাস্যকর মানুষের সামনে এসে এখন বিনীত হাস্য দিতে হবে ?
প্রকৃতিকে 'প্রকৃতি' না বলে ডেকে, নারীর বুকের প্রতি
জ্বলন্ত নিশ্বাস ছোঁড়া বন্ধ !
ওরে মন্দমতি, আজো শোন্
সধর্মে নিদ্রাই শ্রেয়, স্নেহসিক্ত পরধর্ম পুতনা রাক্ষসী।

ধান

হলুদ শাড়ি আর পরো না, এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি
ঘরে তোমার হল্‌দে পর্দা ! মিনতি করি খুলে রাখো
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।
এপাড়া জুড়ে শানাই বাজে, ওপাড়া জুড়ে শামিয়ানা
ব্যস্ত মানুষ, সুখী মানুষ, শঙ্খ আর উলুধ্বনি, লাল চেলি
সবই থাকুক, বন্ধ রাখো গায়ে-হলুদ
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।

আয় কাক আয় কাকের পাল আয় রে আয়—
গোয়াল ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ডাকে পুরোনো সুরে
ও খোকা, তুই কাক ডাকিসনে, ও ডাকা যে অলুক্ষুনে
এ বছর আর নবান্ন নেই, বান এসেছে
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।

দুপুরবেলা হলদে হাওয়া উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
কোথাও কেউ কথা বললে রক্ত আলোয় তুফান ওঠে
পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে হিম নিশীথের নীল জ্যোৎস্না
গাছের পাতা হলুদ হয় তবুও ভয়ে
মায়ের মুখ শিশুর মতো, জলে যেমন মেঘের ছায়া, থমথমে ভয়
ও মা, তুমি ভয় পেও না
শিশুর অন্নপ্রাশন হবে অনাদিকালের গোধূলি বেলায় ।

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে
আঙুলে বা চোখের পাতায়
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—
এবং নীরার মুখ ।

জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু—সেই অস্থিরতা
নীরার মুখের ছবি—সোনালি চশমার ফ্রেম, নাকি কালো !
স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি ? না কালো ?
ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খুনসুটি
তবুও নীরার মুখ অস্পষ্ট কুয়াশাময়
জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি
বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে ?
নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো ?

সিঁড়ির ধাপের মতো বিস্মরণ বহুদূর নেমে যায়
ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ
চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা
নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল ?
এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস
বিস্মৃতির মধ্যে শুনি অধঃপতনের গাঢ় শব্দ
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা
সব কিছু ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব
শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—
ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল
হিজল বনের ছায়া চকিতে মেঘের পাশে খেলা করে
তীব্রভাবে বেজে ওঠে কৃতঘ্ন শব্দের রাশি, সেই মুহূর্তেই
চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বজ্র মুঠি, ঝলসে ওঠে
রক্তমাখা ছুরি ।

সারা জীবন বেড়াতে এলে

ব্রীজের নিচে মানুষ, তুমি
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ফাঁকা জীবন, হলুদ ঘর, নোংরা জলে মেয়েলি তুলো
শরীরময় টুকরো ছিট্, চুলের গন্ধ ঝাউবনের

অসমীচীন মানুষ, তুমি সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ঘৃণায় কাঁপে শরীর আমার, ভ্রমণ এত মাধুরীহীন ?
তিরতিরিয়ে রক্ত ছোটে—ভ্রমণ শুনলে জলপ্রপাত
ভ্রমণ শুনলে চুরি-সোহাগ, ভ্রমণ শুনলে রৌদ্রছায়া
নগর ভরা নারীর হাস্য, হীরের গয়না, কালো রুমাল
সহ্য হয় না এমন জ্যোৎস্না, সহ্য হয় না ট্রেনের ঘণ্টা
ব্রীজের নিচে মানুষ তুমি বাদামী মুখ,
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?

আরও নিচে

সিংহাসন থেকে একটু নিচে নেমে, পাথরের
সিঁড়ির উপর বসে থাকি
একা, চিবুক নির্ভরশীল
চোখ লোকচক্ষু থেকে দূরে।
'সম্রাটের চেয়ে কিছু কম সম্রাটত্ব' থেকে ছুটি নিয়ে আজ
হলুদ দিনাবসানে পরিকীর্ণ শব্দটির মোহে
মাটির মানুষ হতে সাধ হয়। এক একদিন এরকম হয়।
আমার চোখের নিচে কালো দাগ
ব্যাণ্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যেরকম জাদুদণ্ডসম কোনো
মহিলার হাত
নিয়তি বদল করে, আলো-ছায়া-আলো ঘোরে শরীর নিভৃত সানুদেশে
দপ করে জ্বলে ওঠে হৃদয়ের পুরোনো বারুদ
তেমনিই দিনাবসান
তেমনিই মোহের থেকে মুক্ত নিচু চাঁদ—
সিংহাসন থেকে নেমে, হাত ভরা পশমের মতো এত রোমশ স্তব্ধতা।

পাথরের মসৃণ বেদীর নিচে রুক্ষ মাটি, একই দূরে পায়ে চলা পথ।
সম্রাটের শেষ ভৃত্য চিরতরে যেখানে শয়ান
তার চেয়ে দূরে, সীমার যেখানে শেষ
যেখানে উদ্ভিদ, জল মেতে আছে পাংশু ঈর্ষায়

যেখানে বিশীর্ণ হাত কাদার ভেতরে খোঁজে বালির ফসল
তার চেয়ে দূরে
যেখানে শামুক তার খাদ্য পায়, নিজেও সে খাদ্য হয়
ভেসে যায় সাপের খোলস, সেখানেও
আমার অতৃপ্তি বড় দীর্ঘশ্বাস বিষদৃষ্টি নিয়ে জেগে রয়—
মুকুট খোলার পর আমি আরও বহুদূরে নেমে যেতে চাই।

তুমি

তুমি অপরূপ, তুমি সৃষ্টির যথেষ্ট পূজা পেয়েছো জীবনে ?
তুমি শুভ্র, বন্দনীয়, নারীর ভিতরে নারী, আপাতত একমাত্র তুমি,
বাথরুম থেকে এলে সিক্ত পায়ে, চরণকমলযুগ চুম্বনে মোছার যোগ্য ছিল—
তিন মাইল দূরে আমি ওষ্ঠ খুলে আছি, পূজার ফুলের মতো ওষ্ঠাধর
আমি পুরোহিত, দেখো, আমার চামর বাহু, স্বতোৎসার শ্লোক
হৃদয় অহিন্দু, মুখ সোমেটিক, প্রেমে ভিন্ন কোপটিক খ্রীস্টান
আশৈশব থেকে আমি পুরোহিত হয়ে উঠে তোমার রূপের কাছে ঋণী
তোমার রূপের কাছে অগ্নি, হেম, শস্য, হবি—পদাঘাতে পূজার আসন
ছড়িয়ে লুকাও তুমি বারবার, তখন তন্ত্রের ক্ষোভে অসহিষ্ণু আমি
সবলে তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনায়, জীবন জাগাতে চেয়ে জীবনের ক্ষয়
ওষ্ঠের আর্দ্রতা থেকে রক্ত ঝরে, নারীর বদলে আমি স্ত্রীলোকের কাছে
মাথা খুঁড়ি, পুরোহিত থেকে আমি পুরুষের মতো চোখে ক্রূরতা ছড়িয়ে
আঙুলে আকাশ ছুঁই, তোমার নিশ্বাস থেকে নক্ষত্রের জন্ম হলে
আমি তাকে কশ্যপের পাশে রেখে আসি।

এরকম পূজা হয়, দেখো ত্রিশিরা ছায়ায় কাঁপে ইহকাল
এমন ছায়ার মধ্যে রূপ তুমি, রূপের কঠিন ঋণ বিশাল মেখলা
আমি ঋণী, আমি ক্রীতদাস নই, আরাধনা মন্ত্রে আমি
তোমাকে সম্পূর্ণ করে যাবো।

কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি

সাদা বাড়িটার সামনে আলো-ছায়া-আলো, একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে
এখন দুপুর রাত অলীক রাত্রির মতো, অরুণা রয়েছে খুব ঘুমে—
যে রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে ঘুম স্পষ্টত খুব নীল ;
যে-স্তনে লাগেনি দাঁত তার খুব মৃদু ওঠাপড়া
তলপেটে একটুও নেই ফাটা দাগ, এ শরীর আজও ঋণী নয়
এই সেই অরুণা ও রুনি নাম্নী পরা ও অপরা
সুখ ও অসুখ নিয়ে ওষ্ঠাধর, এখন রয়েছে খুব ঘুমে
যে রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে-ঘুম স্পষ্টত খুব নীল।

সন্ন্যাসীর সাহসের মতো শান্ত অন্ধকার, কে তুমি কঙ্কাল—
প্রহরীর মতো একা, কেন বাধা দিতে চাও ? কী তোমার ভাষা ?
ছাড়ো পথ, আমি ঐ সাদা বাড়িটার মধ্যে যাবো।
করমচা ফুলের ঘ্রাণ আলপিনের মতো এসে গায়ে লাগে
থামের আড়াল থেকে ছুটে এলো হাওয়া, বহু ঘুমের নিশ্বাস
ভরা হাওয়া
আমি অরুণার ঘুমে এক ঘুম ঘুমোতে চাই আজ মধ্য রাতে
অরুণার শাড়ি ও সায়ার ঘুম, বুকে ঘুম, কুমারী জন্মের
পবিত্র নরম ঘুম, আমি ব্রাহ্মণের মতো তার প্রার্থী।

নিরস্ত্র কঙ্কাল, তুমি কার দূত ? তোমার হৃদয় নেই, তুমি
প্রতীক্ষার ভঙ্গি নিয়ে কেন প্রতিরোধ করে আছো ?
অরুণা ঘুমন্ত, এই সাদা বাড়িটার দ্বারে তুমি কেন জেগে ?
তুমি ভ্রমে বদ্ধ, তুমি ওপাশের লাল রাঙা প্রাসাদের কাছে যাও
ঐখানে পাশা খেলা হয়, হু-র-রে চিৎকারে ওঠে হৃদয়ে হৃদয়ে শকুনির ঝটাপটি
তুমি যাও
ছাড়ো পথ, আমি এই নিদ্রিত বাড়ির মধ্যে যাবো।

নিরাভরণ

পায়ে তোমার কাঁটা ফুটেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ?
তুমি তাহলে পিছনে থাকো
বন্ধু ছিলে উদাসীনতা, তোমারও সাধ গৃহী হতে ?
ডাইনে যাও
পোশাক, তুমি ছিন্ন হবে ? শান্তি, তোমার তৃষ্ণা পাবে ?
জিরোও এই গাছের নিচে
হলুদ বই, সাদা বোতাম, কৃতজ্ঞতা, চাবির দুঃখ, বিদায় দাও
আমার আর সময় নেই, আমি এখন
পেরিয়ে মজা দিঘির কোণ, প্রণাম করে অরণ্যের সিংহাসন, সামনে ঘুরে
দিগন্তের চেয়েও একটু দূরে যাবো।

প্রবাসের শেষে

যমুনা, আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো।
এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর
নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ, এসো
স্বর্গ খুব দূরে নয়, উত্তর সমুদ্র থেকে যেরকম বসন্ত প্রবাসে
উড়ে আসে কলস্বর, বাহু থেকে শীতের উত্তাপ
যে রকম অপর বুকের কাছে ঋণী হয়, যমুনা, আমার হাত ধরো,
স্বর্গে যাবো।

আমার প্রবাস আজ শেষ হলো, এ রকম মধুর বিচ্ছেদ
মানুষ জানেনি আর। যমুনা আমার সঙ্গী—সহস্র রুমাল
স্বর্গের উদ্দেশ্যে ওড়ে, যমুনা তোমায় আমি নক্ষত্রের অতি প্রতিবেশী
করে রাখি, আসলে কি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদ মাখানো অশ্রু
তুমি নও ?
তুমি নও ফেলে আসা লেবুর পাতার ঘ্রাণে জ্যোৎস্নাময় রাত ?

তুমি নও ক্ষীণ ধুপ ? তুমি কেউ নও
তুমিই বিস্মৃতি, তুমি শব্দময়ী, বর্ণ-নারী, স্তন ও জঙ্ঘায়
নারী তুমি,
ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয় পিপাসা
চোখের বিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়
প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী,
তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ
ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ

পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী।

তুমি এ রকম ? তুমি কেউ নও
তুমি শুধু আমার যমুনা।
হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লজ্জিত জীবন
অন্তরীক্ষে বর্ণনাকে দৃশ্য করে, এসো, হাত ধরো।
পৃথিবীতে বড় বেশী দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে
আমি খুনী, আমি পাতাল শহরে জালিয়াত, আমি অরণ্যের
পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙার ছদ্মবেশী
গুপ্তচর।
তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে রকম প্রাক্তন স্বদেশ।
তুমি তো জানো না কিছু, না প্রেম, না নিচু স্বর্গ, না জানাই ভালো
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকালের পুরস্কার....

আয় খুকি, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি।